04-03-2020 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় তোমাদের এই জীবন খুবই অমূল্য, কারণ তোমরা হদ বা দেহের সীমা থেকে বেরিয়ে বেহদ অর্থাৎ আত্মার অসীম জগতে এসেছ, তোমরা জানো আমরা এই জগতের কল্যাণ করব"

***প্রশ্নঃ -** কোন্ পুরুষার্থ করলে পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ?*

***উত্তরঃ -** সদা ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি যেন থাকে। স্ত্রী-পুরুষের চেতনা বা বোধ যেন মিটে যায়, তবেই শিববাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের এই সংজ্ঞান বা দৃষ্টিকোণ মেটানো খুব কঠিন। তার জন্য দেহী-অভিমানী বা আত্মচেতন হওয়ার অভ্যাস চাই। যখন শিববাবার সন্তান হবে তখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। একমাত্র পিতার স্মরণে থেকে সতোপ্রধান হতে সক্ষম আত্মা-ই মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে ।*

***গীতঃ-** অবশেষে সেই দিন এলো আজ* ....

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী বাচ্চারা এই কথা জানে যে ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা মম শরীর অর্থাৎ আমি আত্মা আমার শরীর। এখন তোমরা এই ড্রামাকে, সৃষ্টি চক্রকে এবং এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞাতা পিতাকে জেনেছ। কারণ সৃষ্টি চক্রের জ্ঞাতা হবেন যিনি তাঁকে রচয়িতা বলা হবে। রচয়িতা ও রচনাকে অন্য কেউ জানেনা। যদিও সবাই হল শিক্ষিত বিরাট বিদ্বান-পন্ডিত। তাদের নিজের অহংকার তো থাকে তাইনা। কিন্তু তারা এই কথা জানেনা, যদিও বলে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য। এবার এই হল তিনটি জিনিস, তারা এর অর্থও বোঝেনা। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ঘর সংসারের প্রতি। যদিও তাদের উঁচু নীচু-র ঈর্ষা থাকে। এইজন উঁচু কুলের, সে মধ্যম কুলের - এইসব নিয়ে আলোচনা খুব হয়। কুম্ভ মেলায় এই নিয়ে খুব ঝগড়া হয় যে কে আগে যাত্রা করবে। এইসব নিয়ে যখন ঝগড়া হয় তখন পুলিশ এসে মিটমাট করে। সুতরাং এও তো দেহ-অভিমান অথবা দেহ চৈতন্য অবস্থা হল তাইনা। দুনিয়ায় যে মানুষজন আছে , সবাই হল দেহ-অভিমানী। তোমাদের এখন দেহী-অভিমানী বা আত্ম চেতন হতে হবে। বাবা বলেন দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা-ই পতিত হয়েছে, তাতেই খাদ পড়েছে। আত্মা-ই সতোপ্রধান হয়, আত্মা-ই তমো প্রধান হয়। যেমন আত্মা তেমন শরীর প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের আত্মা সুন্দর হয় তো শরীরও খুব সুন্দর হয়, কৃষ্ণের রূপের প্রতি আকর্ষণ থাকে। পবিত্র আত্মার প্রতি আকর্ষণ থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের এতখানি মহিমা বর্ণনা হয় না, যেমন কৃষ্ণের হয়। কারণ কৃষ্ণ হলেন পবিত্র শিশু। এখানেও বলা হয় শিশু ও মহাত্মা এক সমান। মহাত্মাগণ যদিও জীবনের অনুভব রাখেন বিকার ত্যাগ করেন। যখন ঘৃণা অনুভূতি হয়, শিশু তো হলো ই পবিত্র। কৃষ্ণকে উঁচু মানের মহাত্মা ভাবা হয়। অতএব বাবা বুঝিয়েছেন এই নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসীগণ পতনকে কিছুটা থামিয়ে রাখেন। যেমন বাড়ি পুরানো হলে মেরামত করা হয়। সন্ন্যাসী গণ মেরামত করেন, পবিত্র থাকার দরুন ভারতের পতন থেমে থাকে। ভারতের মতন পবিত্র এবং বিত্তবান খন্ড আর কোনোটাই নয়। এখন বাবা তোমাদের রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের স্মৃতি মনে করিয়ে দেন কারণ পিতাও তিনি, টিচারও তিনি এবং গুরুও হলেন তিনি। গীতায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লেখা হয়েছে, কৃষ্ণকে কখনও পিতা সম্বোধন করা হয় কি ! অথবা পতিত-পাবন বলা হয় কি ! যখন মানুষ পতিত-পাবন বলা হয় তখন কৃষ্ণকে স্মরণ করা হয় না তারা তো ভগবানকে স্মরণ করে, তারপরে বলে দেয় পতিত-পাবন সীতারাম, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। বিষয়টি কতখানি বিভ্রান্তিকর। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদের যথার্থ ভাবে সকল বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির সারতত্ব বলি। সর্ব প্রথম মুখ্য কথা বোঝান যে তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং পিতাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হবে। তোমরা হলে ভাই-ভাই, তারপরে ব্রহ্মার সন্তান রূপে ভাই-বোন হয়েছ। এই কথাটি যেন বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে। আসলে হল ভাই-ভাই, পরে এখানে এসে শরীর ধারণ করলে ভাই-বোন হয়ে যায়। এই কথা বুঝবার জন্য এতটুকু বুদ্ধিও নেই। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা বা ফাদার তাই আমার হলাম ব্রাদার্স তাইনা। তাহলে সর্বব্যাপী কীভাবে বলবে । উত্তরাধিকার তো সন্তানরা ই পাবে, পিতা প্রাপ্ত করেন না। পিতার কাছে সন্তান উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। ব্রহ্মাও হলেন শিববাবার সন্তান তাইনা, তিনিও শিববাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেন। তোমরা হলে নাতি নাতনি। তোমাদেরও প্রাপ্তির অধিকার আছে। অর্থাৎ আত্মা রূপে সবাই হল সন্তান পরে শরীর ধারণ করে বলো ভাই-বোন। আর কোনও সম্পর্ক নেই। সর্বদা ভাই-ভাইয়ের যেন দৃষ্টি থাকে, স্ত্রী-পুরুষের বোধ যেন মিটে যায়। যখন মেল-ফিমেল দুইজনেই বলো - ও গড ফাদার! তো ভাই বোন হলে, তাইনা। ভাই-বোন তখন হয় যখন সঙ্গমে বাবা এসে রচনা করেন। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের দৃষ্টি পরিবর্তন হওয়া খুব কঠিন। বাবা বলেন তোমাদের আত্ম চেতন বা দেহী অভিমানী হতে হবে। বাবার সন্তান হলে তবেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে।

মামেকম্ স্মরণ করো তো সতোপ্রধান হবে। সতো প্রধান না হলে তোমরা মুক্তি-জীবনমুক্তিতে ফিরে যেতে পারবে না। এই যুক্তি সন্ন্যাসীগণ কখনোই বলে দেবেন না। তারা এমন কখনোই বলবেন না যে নিজেকে আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করো। পিতাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রিম। আত্মা তো সবাইকে বলা হয় কিন্তু তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। সেই আত্মিক পিতা বলেন - বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের কাছে। কথা বলার জন্য আমার মুখের প্রয়োজন তো আছে তাইনা। আজকাল দেখো যেখানে সেখানে গৌ মুখ নিশ্চয়ই রাখে। তারপরে বলে গৌ মুখ থেকে অমৃত বের হয়। বাস্তবে অমৃত বলা হয় জ্ঞানকে। জ্ঞান অমৃত মুখ দ্বারা-ই বের হয়। জলের কথা নয়। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) হলেন গৌ মাতা । শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ হয়েছেন। বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা তোমাদের আপন করেছেন। এনার মুখ দিয়ে জ্ঞান বের হয়। তারা তো পাথরের বানিয়ে মুখ বানিয়ে দিয়েছে, যেখান থেকে জল ধারা বের হয়। সেসব তো হল ভক্তির নিয়ম তাইনা। যথার্থ কথা তোমরা জানো। ভীষ্ম পিতামহকে তোমরা কুমারীরা জ্ঞানের তীরবিদ্ধ করেছ। তোমরা তো হলে ব্রহ্মাকুমার -কুমারী। অর্থাৎ কুমারী কারো তো হবে, তাইনা। অধরকুমারী ও কুমারী দুইয়ের মন্দির আছে। প্রাক্টিক্যালে তোমাদের স্মারক চিহ্ন রূপে মন্দির আছে তাইনা। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তাই ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হতে পারে না। নাহলে খুব কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। দেহ-অভিমান এলে এই কথা বিস্মৃত হয়ে যায় যে আমরা ভাই-বোন। এরাও বি.কে, আমরাও বি.কে. তাহলে বিকারযুক্ত দৃষ্টি যাবে না। কিন্তু অসুরী সম্প্রদায় মানুষ বিকার ব্যতীত না থাকতে পেরে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী , পিতার কাছে তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, পবিত্র হতে হবে। এই হল এই বিকারী মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্ম। এই কথা কেউ জানেনা। অমরলোকে কোনও বিকার থাকে না। তাদের বলা হয় সতোপ্রধান সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে হল তমোপ্রধান সম্পূর্ণ বিকারী। গানও করে দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আমরা বিকারী, আমরা পাপী। সম্পূর্ণ নির্বিকারীদের পুজো করা হয়। বাবা বোঝান তোমরা ভারতবাসীরা-ই পূজ্য পরে পূজারী হও। এই সময় ভক্তির অনেক প্রভাব রয়েছে। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে যে এসে ভক্তির ফল দাও। ভক্তির কি অবস্থা হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন মুখ্য ধর্ম শাস্ত্র হল ৪-টি। এক হল দৈব ধর্ম , এতে ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় তিনটি এসে যায়। বাবা ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপনা করেন। সঙ্গম যুগ হল ব্রাহ্মণদের শিখা। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন পুরুষোত্তম হচ্ছো। ব্রাহ্মণ হয়ে তারপরে দেবতায় পরিণত হও। ওই ব্রাহ্মণরা হল বিকারী। তারাও এসে এই ব্রাহ্মণদের সামনে প্রণাম করে। ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ বলে কারণ তারা বোঝে যে এই ব্রাহ্মণরা হল ব্রহ্মার সন্তান, আমরা তো ব্রহ্মার সন্তান নই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। তোমাদের সবাই নমঃ বলবে। তোমরা পরে দেবী-দেবতা হও। এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছ পরে হবে দৈব কুমার-কুমারী।

এই সময় তোমাদের এই জীবন হল খুবই অমূল্য, কারণ তোমরা হলে জগৎ মাতা, তোমাদের মহিমার গায়ন আছে। তোমরা দেহের সীমা থেকে বেরিয়ে আত্মার অসীম জগতে এসেছ। তোমরা জানো আমরা এই জগতের কল্যাণ করব। সুতরাং প্রত্যেকে জগৎঅম্বা জগৎ পিতা হলে তাইনা। এই নরকে মানুষ খুব দুঃখে আছে, আমরা তাদের আত্মিক সেবার্থে এসেছি। আমরা তাদের স্বর্গবাসী করবোই করবো। তোমরা হলে সৈন্য। একে যুদ্ধ-স্থলও বলা হয় । যাদব, কৌরব ও পাণ্ডব একত্রে বসবাস করে। তারা হল ভাই-ভাই কিনা। এখন তোমাদের যুদ্ধ ভাই-বোনের সঙ্গে নয়, তোমাদের যুদ্ধ হল রাবণের সঙ্গে। ভাই-বোনেদের তোমরা বোঝাও, মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করার জন্য। তাই বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। এই হল পুরানো দুনিয়া। কত বিশাল ড্যাম, ক্যানাল ইত্যাদি বানায়, কারণ জলের অভাব। প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে তো তোমরা সংখ্যায় কম থাকো। নদীতে অপরিসীম জল থাকে, আনাজ ইত্যাদি অনেক হয়। এখানে তো এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ থাকে। সেখানে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে শুরুতে সংখ্যা হয় ৯-১০ লক্ষ, অন্য কোনও খন্ড হয় না। তোমরা সংখ্যায় কম থাকো। তোমাদের কোথাও যাওয়ার দরকার থাকে না। সেখানে থাকেই সুখকর জলবায়ু। ৫ তত্ব কোনো কষ্ট দেয় না, সবই নির্দেশ মত থাকে। দুঃখের নাম গন্ধ নেই। সেই স্থান হলোই স্বর্গ। এখন হল নরক। নরক আরম্ভ হয় মাঝখান থেকে। দেবতারা বাম মার্গে গমন করলে রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। তোমরা বুঝেছো - আমরা ডবল মুকুটধারী পূজ্য স্বরূপে পরিণত হই, পরে সিঙ্গল মুকুটধারী স্বরূপ হই। সত্যযুগে পবিত্রতারও চিহ্ন আছে। দেবতারা হলেন সবাই পবিত্র। এখানে কেউ পবিত্র নেই। জন্ম তো বিকার থেকেই হয় তাইনা সেইজন্য এই দুনিয়াকে ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী। বিকারকে ভ্রষ্টাচার বলা হয়। বাচ্চারা জানে সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, এখন হয়েছে অপবিত্র। এবারে পুনরায় পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। সৃষ্টি চক্র ঘুরছে তাইনা। পরম পিতা পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। মানুষ বলে দেয় ভগবান প্রেরণা দেন, প্রেরণা অর্থাৎ বিচার, এতে প্রেরণা-র কোনো ব্যাপার নেই। তিনি স্বয়ং বলেন আমাকে শরীরের আধার নিতে হয়। আমি মুখের আধার না নিয়ে শিক্ষা প্রদান করব কীভাবে। *প্রেরণা দ্বারা কি শিক্ষা দেওয়া যায় ! ভগবান প্রেরণা দ্বারা কিছু করেন না। বাবা তো বাচ্চাদের পড়ান। প্রেরণা

দ্বারা পড়াশোনা করা কি সম্ভব। বাবা ব্যতীত সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য কেউ বলে দিতে পারেনা।* বাবাকেও জানেনা। কেউ বলে লিঙ্গ, কেউ বলে অখন্ড জ্যোতি। কেউ বলে ব্রহ্ম -ই হল ঈশ্বর। তত্ব জ্ঞানী ব্রহ্ম জ্ঞানী আছে না। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে ৮৪ লক্ষ যোনি আছে। এবারে যদি ৮৪ লক্ষ জন্ম হয় তো কল্পের সময়াবধি বিশাল হওয়া চাই। কেউ হিসেব করতে পারেনা। তারা তো সত্যযুগকেই লক্ষ বছর বলে দেয় তাইনা। বাবা বলেন সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্র-ই হল ৫ হাজার বছরের। ৮৪ লক্ষ জন্মের জন্য সময়ও এতটা চাই, তাইনা। এই সব শাস্ত্র হল ভক্তি মার্গের। বাবা বলেন আমি এসে তোমাদের এইসব শাস্ত্রের সার তত্ব বোঝাই । এই সব ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এর দ্বারা কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারেনা। আমি যখন আসি তখনই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমাকে আহ্বান করা হয় - হে পতিত-পাবন এসো। পবিত্র করে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তাহলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হও কেন ? মানুষ কত দূরে-দূরে পাহাড়ে ইত্যাদিতে যায় আজকাল তো কত মন্দির খালি পড়ে আছে, কেউ যায় না। এখন তোমরা বাচ্চারা উঁচু থেকে উঁচু পিতার বায়োগ্রাফি জেনে গেছ। বাবা বাচ্চাদের সব কিছু দিয়ে আবার ৬০ বছর পরে বাণপ্রস্থে বসেন। এই নিয়ম এখনকার, উৎসব ইত্যাদি সবই হল এইসময়ের।

তোমরা জানো এখন আমরা সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছি। রাতের পরে দিন হবে। এখন তো হল ঘোর অন্ধকার। গায়নও করে জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন .... তোমরা বাবাকে এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা এখন জেনেছ। যেমন বাবা হলেন নলেজফুল, তোমরাও মাস্টার নলেজফুল হয়েছ। বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে অসীম জগতের সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। লৌকিক পিতার কাছে দেহের জাগতিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। যাকে সন্ন্যাসীরা কাক বিষ্ঠা সম সুখ বলে দেয়। তারা কিন্তু এখানে এসে সুখের জন্য পুরুষার্থ করতে পারেনা। তারা হলোই হঠযোগী, তোমরা হলে রাজযোগী। তোমাদের যোগ হল বাবার সঙ্গে, তাদের যোগ হল তত্বের সঙ্গে। এও ড্রামা পূর্ব রচিত আছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পবিত্র হওয়ার জন্য আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, ব্রহ্মার সন্তান রূপে আমরা হলাম ভাই-বোন, এই দৃষ্টিকোণ পাকা করতে হবে। আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র সতোপ্রধান করতে হবে। দেহ-চেতন অনুভূতি ত্যাগ করতে হবে।

২) মাস্টার নলেজফুল হয়ে সবাইকে রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান শুনিয়ে ঘোর অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হবে। নরক বাসী মানুষের আত্মিক সেবা করে স্বর্গবাসী করতে হবে।

বরদানঃ- এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ - এই দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা অবিনাশী, অমর ভব*

ব্যাখা: যে বাচ্চারা এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে যে, এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ .... তাদের স্থিতি স্বতঃই সহজ একরস হয়ে যায়। এই দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা সর্ব সম্বন্ধের অবিনাশী তার জুড়ে যায় এবং তাদের সদা অবিনাশী ভব, অমর ভবের বরদান প্রাপ্ত হয়। দৃঢ় সঙ্কল্প করলে পুরুষার্থে বিশেষ ভাবে লিফ্ট প্রাপ্ত হয়। যাদের এক পিতার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ থাকে তাদের সর্ব প্রাপ্তি স্বতঃই হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- ভাবা, বলা ও করা তিনটিকে এক সমান বানাও - তখন বলা হবে সর্বোত্তম পুরুষার্থী ।*